দৈনিক সংবাদ

তারিখ ...২০।৯।৯১...
পৃষ্ঠা... ৫ ...কলাম...৭...

26

03

টাঙ্গাইলে প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষার ফলাফলে ব্যাপক জালিয়াতি

টাঙ্গাইল, ৮ই সেপ্টেম্বর (নিজস্ব সংবাদদাতা)।– কালিহাতী উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষা দফতর গত ১৯৯০ সালে প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষার্থীদের রোল নম্বর অদল–বদলসহ কারচুপি ও জালিয়াতি করায় পরীক্ষার ফলাফল নিয়ে নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। উপজেলা শিক্ষা প্রশাসনে ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতিই এর কারণ বলে অভিযোগ রয়েছে।

গত ২৭শে মার্চ তারিখে প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের ঢাকা বিভাগীয় উপ–পরিচালক তার প্রজ্ঞাপন নং–৭৪২/প্রাঃ বৃত্তি/প্রাই–ডিডি (ঢাকা) চিঠিতে প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষার যে ফলাফল ঘোষণা করেন তাতে কালিহাতী উপজেলায় ৭ জন ট্যালেন্টপুলে এবং ১২টি ইউনিয়নের ১৮ জন পরীক্ষার্থী ১৯৯০ সালের প্রাথমিক বৃত্তিপ্রাপ্ত প্রার্থীর নাম প্রাকাশিত হয়।

পরীক্ষার এই ফলাফলে উপ–জেলার মেধাবী শিক্ষার্থীরা বাদ পড়ে যাওয়ায় অভিভাবকদের সন্দেহ হওয়ায় তারা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করেন।

এরপর প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের ঢাকা বিভাগীয় উপ–পরিচালক এক (চিঠিতে স্মারক নং ১১৯২/৬২/প্রাই–বৃত্তি/প্রাই–ডি,ডি (ঢাকা) তারিখ ৪–৬–১৯৯১) উপরোক্ত ফলাফল বাতিল করে একটি সংশোধনী আদেশ জারি করেন। এতে উল্লেখ করা হয়, "আমার প্রজ্ঞাপনে বর্ণিত কেবলমাত্র টাঙ্গাইল জেলার কালিহাতী উপজেলার ১৯৯০ সালের প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষার্থীর ফলাফলে কিছু সংশোধনী করার বিষয়টি অপরিহার্য হইয়া পড়ায় উক্ত ফলাফলের আংশিক সংশোধন করিয়া সংশোধিত ফলাফল নিম্নোক্তভাবে প্রকাশ করা হইল।"

সংশোধিত ফলাফলকে আংশিক সংশোধন বলা হলেও তালিকায় আমূল পরিবর্তন করা হয়। সংশোধিত তালিকায় পূর্বের ফলাফলে ট্যালেন্ট–পুলপ্রাপ্ত ৭ জন এবং সাধারণ বৃত্তি পাওয়া ১৮ জনের মধ্যে ১৭ জনের নামই নেই। সেখানে নতুন নাম প্রকাশ করা হয়েছে।

সংশোধিত তালিকায় রোল ৩১৫ মোঃ সাইফুল ইসলাম, রোল ২৭৮ আমিনুল ইসলাম, রোল ৩৪১ মোঃ সেলিম মিয়া, রোল ২১৬ মোঃ শাহাদত হোসেন, রোল ৪১৭ শারমিন জাহান কুহেলী, রোল ৩৮৯ হোসনে আরা ও রোল ৪২১ হুসনী জাহান রুমা–এই ৭ জন ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি পেয়েছে বলে দেখানো হয়। পূর্বের তালিকা এবং সংশোধিত তালিকায় ট্যালেন্টপুলপ্রাপ্তদের নাম বদলে গেলেও রোল নম্বরের বদল হয়নি। অবশ্য সাধারণ বৃত্তিপ্রাপ্তদের নাম ও রোল দুইই বদল হয়েছে।

একই পরীক্ষার ২ বার ২ রকম ফলাফল প্রকাশিত হওয়ায় এ নিয়ে অভিভাবক মহলে সন্দেহ ও অবিশ্বাসের জন্ম হয়েছে।

অভিভাবকরা এ ব্যাপারে উচ্চপর্যায়ের তদন্ত এবং দোষীদের কঠোর শাস্তিদানের দাবী জানান।